Handout Number :  1878

**Foreign Minister emphasizes innovations**

**for eco-friendly peacekeeping operations**

Dhaka, 5 December :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen noted that Bangladesh was proud to be the first troop and police contributing country to install solar panels in a UN peacekeeping mission.

Today, he emphasized on innovative approaches and initiatives to make peacekeeping operations more environment friendly as he spoke as a panelist in an event on “improving environmental management in peacekeeping” co-hosted by the UN and USA. Dr. Momen is leading a high-level Bangladesh delegation to the UN Peacekeeping Ministerial currently being held in Accra, Ghana.

Foreign Minister later met his Ghanaian counterpart Shirley Ayorkor Botchwey in Accra, Ghana today. Both the foreign ministers underscored the need for adopting aggressive Nationally Determined Contributions (NDCs) by the developed countries and materializing the commitment of allocating 100 billion dollars annually. Ghana and Bangladesh are the Troika-members of the Climate Vulnerable Forum as the current and immediate past Chairs respectively of the organization.

Both the foreign ministers agreed to share experience and expertise in the agriculture sector towards mutual benefit of both nations and also discussed ways of possible collaboration in the pharmaceutical and IT sectors among others.

#

Masum/Pasha/Rafiqul/Salim/2023/22.45 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ১৮৭৭

**জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক (৯৪) আজ আনুমানিক সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ......... রাজিউন)।

#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ১৮৭৬

**নড়িয়া-সখিপুর-শরীয়তপুরকে গড়তে সকলের সহযোগিতা**

**কামনা করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণেই গত পাঁচ বছরে নড়িয়া-সখিপুর তথা শরীয়তপুরে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় এখন আর নদী ভাঙন নেই। আমরা এখন বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলায় পরিণত হয়েছি। পদ্মার দুর্গম চর চরআত্রা, কাঁচিকাটা ও নওপাড়ায় সাবমেরিন ক্যাবেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এখন রিভার ক্রোসিং টাওয়ারের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেন্টমার্টিনের আদলে সাজানো হচ্ছে দুর্গম চরের ঐ ইউনিয়নগুলোকে। শরীয়তপুরের ফোরলেন সড়কের কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আজ জাতীয় সংসদে উপমন্ত্রীর কার্যালয়ে শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখিপুর পেশাজীবী পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, শরীয়তপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন হয়েছে। শরীয়তপুরের কৃষিপণ্য এখন ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছে। নড়িয়া-সখিপুরে ৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন হয়েছে। নন এমপিও সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে যা যা করণীয় তাই করা হচ্ছে। নড়িয়ায় একটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অনুমোদন পেয়েছে। নড়িয়ায় উড়াল সেতু ও ৫০ শয্যাবিশিষ্ট নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাজ এগিয়ে চলছে। অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নদী ভাঙনকবলিত নড়িয়ার পদ্মারপাড় ‘জয়বাংলা এভিনিউ’ এখন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে।

ঢাকাস্থ নড়িয়া পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি অতিরিক্ত সচিব শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন নড়িয়া পেশাজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. ফারুক হোসেন শেখ, ইঞ্জি. মো. ফজলুল হক, এম. এম হাবিবুর রহমান, ডা. মোঃ নুর-ই-হেলালী, অধ্যাপক ওয়াজেদ কামাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিএম মনির হোসেন আবু রায়হান, সাংগঠিনক সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাদল, আবুল খায়ের হিরো, সখিপুরের সভাপতি এসএম নাজির উল্লাহ সরকার, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামাল ঢালী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামীম মালত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. মুক্তা আক্তার, সদস্য আসাদুজ্জামান আজম, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নুর এ আলম আশিক প্রমুখ।

#

গিয়াস/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৫

**জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে পরিকল্পনা মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং জাতীয় অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ডা. আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

শাহেদ/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৩

**নেতৃত্ব অন্যের হাতে চলে যাওয়ার ভয়ে নির্বাচন চায় না তারেক জিয়া**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, আগামী মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল। আমরা তাদের বার বার বলেছি, আপনারা নির্বাচনে আসেন। অনেক চেষ্টা করেছি নির্বাচনে আনার জন্য কিন্তু বিএনপি আসেনি। তাদের নেতা তারেক জিয়া সাজাপ্রাপ্ত, খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত; তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। কাজেই, বিএনপি যদি নির্বাচনে জিতেও, তারেক জিয়া ও খালেদা জিয়া নেতা থাকতে পারবে না। নেতৃত্ব চলে যাবে দলের অন্যদের কাছে। সেজন্য, নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে তারেক জিয়া কিছুতেই চায় না নির্বাচন হোক, বিএনপি নির্বাচনে আসুক।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনার, সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ও মৃত্তিকা দিবস পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশটায় শান্তি দরকার, উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হচ্ছে। এটিকে বানচাল করার জন্য আবারো সহিংসতা ও বর্বরতার পথ বেছে নিয়েছে বিএনপি। তারা ভুলপথে রয়েছে, নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে তারা আরো জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্যের কথা শুনে সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘যেখানে যাই, কথা বলি সারা পৃথিবীর মানুষই আমাদের প্রশংসা করে। সবাই আমাদের কথা শুনতে চায়। বাংলাদেশের সফলতার কথা যখন আমরা বলি, সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে, কীভাবে বাংলাদেশের এতো সাফল্য।’

এবারের বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো ‘মাটি ও পানি : জীবনের উৎস’। এর ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, জমি কমছে, পানির উৎসও কমে যাচ্ছে। মাটির গুণাগুণও হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা আমাদের মেটাতে হবে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাবার জোগাড় করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষ আগে খাবার পেতো না, ভাত পেতো না। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে বার বার। ২০০৪-০৫ সালে উত্তরাঞ্চলে আমি দেখেছি মানুষের হাড্ডিসার চেহারা। এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন খাদ্যাভাব নেই, খাদ্যের কষ্ট আর নেই।

মন্ত্রী বলেন, মাটি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর জমি লবণাক্ত। প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টর জমি উপকূলীয়। লবণাক্ত জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সব ফসলে উদ্বৃত্ত হওয়া যাবে। উন্নত জাতের ধানের চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে চালে উদ্বৃত্ত হওয়া সম্ভব।

পরে মন্ত্রী সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৩, সয়েল অলিম্পিয়াড এবং মৃত্তিকা দিবসের পুরস্কার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং ‘ল্যান্ড এন্ড সয়েল রিসোর্সেস ইউটিলাইজেশন গাইড’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জালাল উদ্দীন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৮৭২

**বিএনপি চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি মানবাধিকারের কথা বলতে পারে না কারণ তারা নিজেরাই চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। তাদের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছেন, রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে দলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে তারা পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে অগ্নিসন্ত্রাস করেছিল, এখনো করছে।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে উপমহাদেশের স্মরণীয় রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬০তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আহমেদ ফিরোজ গ্রন্থিত ‘সোহরাওয়ার্দী’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম, মোঃ আবদুল জলিল ও গ্রন্থকার আহমেদ ফিরোজ মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

সাংবাদিকরা আগামী ১০ ডিসেম্বর বিএনপির সমাবেশ নিয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং এরপর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করা। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করা হয়েছিলো। সেটি জিয়াউর রহমানের হাত দিয়ে হয়েছিল। এরপর বাংলাদেশে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে ১৯৭৭ সালে নির্বিচারে সেনা ও বিমান বাহিনীর অফিসারদেরকে বিনাবিচারে হত্যা করা।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘শুধু নামের মিল থাকায় মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার সময় সে চিৎকার করে বলছে- আমি সেই ব্যক্তি নই, আমি সেই ব্যক্তি নই, কিন্তু কে শোনে কার কথা। এমনও ঘটেছে, ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরে রায় হয়েছে। অল দিজ আর ডকুমেন্টেড। জিয়াউর রহমানের এডিসি ছিলেন যিনি এখন কানাডায় থাকেন, তিনি নিজে বলেছেন, এই মৃত্যুদণ্ডের ফাইলগুলো জিয়াউর রহমান সকালবেলা নাস্তার সময় স্বাক্ষর করতেন। বিদেশ যাত্রাকালে প্লেনে ওঠার আগে সিঁড়িতেও মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছেন। এভাবে মানবাধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তাদের গ্রেনেড হামলায় ২২ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও ২ জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি নিহত, ৫শ’ জন আহত হয়েছিল আর সেই হামলার পর যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হয়েছিল সেটির রিপোর্ট ছিল গাঁজাখুরি। আর এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়াসহ তার সংসদ সদস্যদের হাস্যরস, এগুলো চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন।’

বিএনপি-জামায়াতের অবরোধ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির কর্মসূচি বলতে চোরাগোপ্তা হামলা করে গাড়ি-ঘোড়া পোড়ানো আর মানুষের ওপর হামলা পরিচালনা করা। তারা তাদের সন্ত্রাসীদের নামিয়েছে, নেশাখোরদের টাকা দিয়ে এগুলো করাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে দিনমজুরকে সারাদিনের ৮০০-১০০০ টাকা মজুরির জায়গায় ২০০০ টাকা ধরে দিয়ে বলে এটা মেরে দিয়ে আসো। এগুলো দুষ্কৃতকারীদের কাজ। বিএনপি-জামায়াত এ দুটি সংগঠন এখন দুষ্কৃতকারী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা দুষ্কৃতকারীদের দমন করতে বদ্ধপরিকর।’

চলমান পাতা/২

--০২--

আওয়ামী লীগের জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন এবং জাতীয় পার্টি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের সিদ্ধান্ত ১৪ দলীয় জোটগতভাবেই আমরা নির্বাচন করবো। আমাদের কাছে শরিকদের সবসময় গুরুত্ব আছে, সেজন্য জোটগতভাবে আমরা নির্বাচন করছি। আমাদের এককভাবে নির্বাচন করার শক্তি, ক্ষমতা, সমর্থন আছে কিন্তু শরিকদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিধায় আমরা জোটগতভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আর জাতীয় পার্টি প্রায় ৩শ’ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। তারা যেভাবে নির্বাচন যুদ্ধে নেমেছে সে জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। জাতীয় পার্টির সাথে ২০০৮ সালে আমরা জোটগতভাবে মহাজোট গঠন করেছিলাম, গতবারও তারা আমাদের সাথে ছিল, এবারও সেটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।’

**সোহরাওয়ার্দী ছিলেন রাজনীতির ধ্রুবতারা**

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আগে ‘সোহরাওয়ার্দী’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে গ্রন্থকার আহমেদ ফিরোজ এবং কথাপ্রকাশ প্রকাশনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এদেশের রাজনীতির আকাশে একজন ধ্রুবতারা। তিনি শুধু অবিভক্ত বাংলার এবং পাকিস্তানেরও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তা নয়, তিনি দেশ বিভাগের সময় বাংলা এবং আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন দেশ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজীবন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন, গণতন্ত্রকে যারা হরণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। দেশ বিভাগের পর যখন পাকিস্তানের ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হলো এবং বাঙালিরা বঞ্চিত হচ্ছিল, তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনেক ভূমিকা ছিল উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনে যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব তিনি হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের সাথে নিয়েই তাঁর রাজনীতি শুরু হয়েছিল। তার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানে পার্লামেন্টের সামনে আক্রমণ হয়েছিল, অপদস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুর কাছেই তিনি কখনো মাথানত করেননি। আমৃত্যু গণতন্ত্রের জন্য তিনি আপোষহীন ছিলেন। আজকে তাঁর এই ৬০তম শাহাদতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

৮০ পৃষ্ঠার ‘সোহরাওয়ার্দী’ গ্রন্থে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মপরিচয়, ছাত্রজীবন, বৈবাহিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, জীবনের শেষ দিনগুলো, মৃত্যু ও জীবনপঞ্জি গ্রন্থিত হয়েছে। বইটির গ্রন্থকার কবি, গল্পকার ও গবেষক আহমেদ ফিরোজের ১০টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কসহ প্রায় বিশটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৪টি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন।

#

আকরাম/পাশা/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৮৭১

**স্বাস্থ্য সেক্টরের যন্ত্রপাতিও জলবায়ুবান্ধব হওয়া উচিত**

**--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যখাত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেক্টরে আমরা নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, এসব যন্ত্রপাতিও জলবায়ুবান্ধব হওয়া উচিত। তা না হলে চিকিৎসা সেবায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

আজ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-২০২৩ (কপ-২৮) এর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এটিএসিএইচ কর্তৃক আয়োজিত ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড হেলথ : সাপ্লাই চেইন’ বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিগত দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন এবং জলবায়ুবান্ধব যন্ত্রপাতি কেনা, সাপ্লাই এবং ব্যবহারের কথা বলে জলবায়ুবান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিনির্মাণে বিজ্ঞানসম্মত এবং যেসব যন্ত্রপাতি জলবায়ুর ক্ষতি করে না সেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ডব্লিউএইচও এবং এটিএসিএইচকে জলবায়ুবান্ধব যন্ত্রপাতি সাপ্লাই এবং হাসপাতাল বিনির্মাণে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ‘স্যালিনিটি কিউসড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ইটস ইম্পেক্ট অন এনসিডিএস এন্ড এসআরএইচআর’ শীর্ষক সাইড ইভেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবর্তন বিশেষ করে লবণাক্ত বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এর ফলে নানা ধরনের রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কথা বর্ণনা করেন তিনি। বিশেষ করে অসংক্রামক রোগ এবং মহিলা ও নারীদের নানা স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে তার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ এবং পরবর্তী পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী উন্নয়ন সহযোগীদের জলবায়ু বান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিনির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ যেসব উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলোর প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যখাতে আরও সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের আশ্বাস প্রদান করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. আহমেদুল কবির, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ মামুনুর রশিদ প্রমুখ।

#

মাইদুল/পাশা/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/ ১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৮৭০

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৮ শতাংশ। এ সময় ৪২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৭৯৯ জন।

#

সুলতানা/পাশা/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬৯

**জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) মালিকের মৃত্যুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

আজ এক শোকবার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ব্রিগেডিয়ার (অব.) মালিক সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ছিলেন। হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে হৃদরোগের চিকিৎসা সেবায় তিনি অসামান্য ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতে মালিক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন। ড. মোমেন বলেন, পেশাদার চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন মানবদরদী সমাজসেবক হিসেবেও মানুষের কল্যাণে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

মাসুম/জামান/সিদ্দীক/রবি/শামীম/২০২৩/১৫৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬৮

**জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।

এক শোক বাণীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক মালিক কেবল বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রেই নয়, বরং উপমহাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে কাজ করে গেছেন। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুজনিত ক্ষতি কখনই পুরণ হবার নয়। তিনি ছিলেন জাতীয় সম্পদ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মরহুম মালিকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

মাইদুল/জামান/সিদ্দীক/রবি/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬৭

**‍আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবসে স্বেচ্চাসেবকদের ভূমিকাকে স্বীকৃতির দাবি**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ ‘স্বেচ্ছাসেবা - সকলের সম্মিলিত শক্তি’ শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ইউএনভি বাংলাদেশ, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, গুড নেইবরস বাংলাদেশ এবং মনের বন্ধু যৌথভাবে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘If everyone did,’ যেখানে সবাইকে সম্মিলিত শক্তিতে একই উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথি বক্তৃতায় সচিব বলেন, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের অমূল্য অবদানের স্মারক-স্বরূপ। তাই এই দিনটি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিনিয়ত নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা এবং একটি সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি রাখে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর গুইয়েন লুইস তার বক্তৃতায় জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবকসহ সকল স্বেচ্ছাসেবকদের অমূল্য অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবসে আসুন আমরা স্বেচ্ছাসেবার চেতনাকে ধারণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাসেবা সামষ্টিকভাবে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসমূহ, এনজিও, সিএসও, স্বেচ্ছাসেবা সংস্থা, একাডেমিয়া, যুব সংগঠন, ইউএন ভলান্টিয়ারসহ বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

#

সেলিম/জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/রবি/কামাল/২০২৩/১৩১২ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৬৬

**গণতন্ত্র মুক্তি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘গণতন্ত্র মুক্তি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ৬ ডিসেম্বর ‘গণতন্ত্র মুক্তি দিবস’। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরাচারবিরোধী অব্যাহত লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের এই দিনে তৎকালীন স্বৈরশাসকের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়; জনগণ ফিরে পায় ভোটাধিকার। এ মহান দিবসে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সংগ্রামী দেশবাসীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। ইতিহাসের এই বর্বরতম হত্যার মাধ্যমে অসাংবিধানিক ও অবৈধ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করে; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে দেশে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য কায়েম করে। ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে জাতির পিতার হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোট ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবারো দীর্ঘ সংগ্রাম করে যেখানে দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই সংগ্রামে যুবলীগ নেতা নূর হোসেন, নূরুল হুদা, বাবুল, ফাত্তাহ, ছাত্রলীগ নেতা সেলিম-দেলোয়ার, পেশাজীবী নেতা ডা. শামসুল আলম খান মিলন, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের ক্ষেতমজুর নেতা আমিনুল হুদা টিটোসহ আরো নাম না জানা অগণিত গণতন্ত্রকামী মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার রাজপথ। অব্যাহত আন্দোলনের ফলে স্বৈরাচারী শাসক গণআন্দোলনের কাছে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর নতি স্বীকার করে পদত্যাগে বাধ্য হয়। বহু শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ভোটের অধিকার। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জাতি সকল শহিদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। আমি গণতন্ত্র মুক্তি দিবসে গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ’৯০ পরবর্তী সময় থেকে দেশে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমাদের সরকার দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশে সবসময় গণতন্ত্র, সংবিধান, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে। দেশে গণতন্ত্র আরো সুসংহত হয়েছে।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবিরোধী চক্র এখনও নানাভাবে গণতন্ত্র ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করছে। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না- গণতন্ত্র মুক্তি দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়। আসুন, সকলে মিলে গণতন্ত্র ও দেশবিরোধী সকল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করি এবং দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জামান/সিদ্দীক/রবি/রাসেল/কলি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ